ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অন্তঃসত্ত্বা দীপিকাকে কোথায় নিয়ে গেলেন রণবীর?

পৃঃ ৫

পিএসজি বাদ দিতে চেয়েছিল, এনরিকে বাঁচিয়েছেন: এমবাপ্পে

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫৮ ● কলকাতা ● ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১১ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কারচুপি করে ভোটে জিতেছে তৃণমূল, এবার এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার দ্বিতীয় দফার প্রার্থিতালিকায় বিজেপির সব থেকে বড় চমক ছিল বসিরহাট আসনে সন্দেশখালির গৃহবধূ। সন্দেশখালির আন্দোলনের প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে বসিরহাট থেকে টিকিট দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে প্রার্থী হিসেবে গৃহবধূ রেখার নাম চূড়ান্ত করেন।এদিকে দলের কিছু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শোনা গেল রেখার গলায়। বিজেপি প্রার্থী বলেন, "যারা এই হারের পিছনে আছে, আমাদের যে কার্যকর্তারা দল করে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন তারা একদিন জবাব পেয়ে যাবেন। দলকে অসম্মানিত করার জন্য তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওরা যা করেছেন তার জবাব পেয়ে যাবেন।" রেখার সংযোজন, "প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতাকে ছোট করার জন্যই আমাকে প্ল্যানিং করে হারানো হয়েছে। এই হার পরাজয় হিসাবে নিচ্ছি না।'তারপর থেকেই শুরু বিজেপি প্রার্থীর লড়াই। তবে শেষে নিট ফল শুন্য।

লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন রেখা পাত্র। তৃণমূলের কাছে হেরেছেন ৩ লাখের বেশি ভোটের বিশাল ব্যবধানে।

বসিরহাট লোকসভার অধীন ৭টি বিধানসভার মধ্যে ৬টিতেই পিছিয়ে রয়েছেন তিনি। তবে নিজের জায়গা সন্দেশখালিতে এগিয়ে রয়েছেন রেখা। ভোট গণনার দিন যখন স্পষ্ট হচ্ছিল তিনি হারছেন সেই সময়ই গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যান রেখা। পুলিশ তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে বলেও

এরপর ৩ পাতায়

শপথ গ্রহণের পরই সোমবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক বসে, ৩ কোটি গ্রামীণ ও শহুরে বাড়ি তৈরিতে উদ্যোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সরকার গঠন করেই উদ্যোগী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার শপথ গ্রহণের পরই সোমবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক বসে। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY)এর অধীনে ৩ কোটি গ্রামীণ ও শহুরে বাড়ি তৈরিতে সাহাযয় করা হবে। ভারত সরকার ২০১৫-১৬সাল থেকে প্রয়োজনীয় গ্রামীণ ও শহরের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে মৌলিক সুযোগ সুবিধে দিয়ে আসছে।গতকাল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সঙ্গে ৭২ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। মোদীর মন্ত্রিসভায় প্রবীণদের গুরুত্ব দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত মন্ত্রক বিলি করা হয়নি। তবে সূত্রের খবর অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব পাচ্ছেন অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পেতে পারেন রাজনাথ সিং।তারই মধ্যে অন্যতম ছিল বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য করা। যা পুরাণ করা হয় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে। চগঅণর অধীনে গত ১০ বছরে আবাসন প্রকল্পের অধীনে যোগ্য দরিদ্র পরিবারের জন্য মোট ৪.২১ কোটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

PMAY-এর অধীনে নির্মিত সমস্ত বাড়িগুলি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পগুলির সঙ্গে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে অন্যান্য মৌলিক সুবিধাগুলি যেমন গৃহস্থালী টয়লেট, এলপিজি সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, কার্যকরী গৃহস্থালী ট্যাপ সংযোগ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ্য পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত আবাসনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ৩ কোটি অতিরিক্ত গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারকে বাড়ি নির্মাণে সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের শপথগ্রহণের দিনই জঙ্গি হামলায় ফের রক্তাক্ত হয়েছে জম্মু কাশ্মীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের শপথগ্রহণের দিনই জঙ্গি হামলায় ফের রক্তাক্ত হয়েছে জম্মু কাশ্মীর। রিয়াসি জেলায় পুণ্যার্থী বোঝাই বাসে নির্মল ভাবে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছেন সন্ত্রাসবাদীরা। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। গুরুতর আহত হন ৩৩ জন। ভয়ঙ্কর জখম হয়েছে শিশুরাও। সূত্রের দাবি, এই ঘটনায় মনে করা হচ্ছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার যোগ রয়েছে।সোমবার ঘটনাস্থলে যায় এন আই এ। পুলিশ জানিয়েছে, পুণয়ার্থীদের নিয়ে বাস শিবখড়ি মন্দির থেকে কাটরার দিকে যাচ্ছিল। আচমকা বাস লক্ষয় করে গুলি চালাতে শুরু করে দুই জঙ্গি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ে গেলেও, জঙ্গিরা গুলিবৃষ্টি চালিয়ে যায়। ঘটনার পরেই এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। চলছে চিরুনি তল্লাশি। ড্রোন উড়িয়ে জঙ্গিদের ডেরার সন্ধান চালানো হচ্ছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

রবিবারই ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে, পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা টিআরএফ। এটি পাক জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর তৈবারই শাখা, ভারতে একটি নিষিদ্ধ সংগঠন।

ওই জঙ্গি সংগঠন ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা ঘটিয়ে যাবে বলে হুমকি দিয়েছে। তাদের তরফে এক বার্তায় বলা হয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর এমন হামলা চলতেই থাকবে। রিয়াসি হামলা দিয়ে তা শুরু। এই বার্তা পেয়ে ভূস্বর্গে অত্যন্ত সক্রিয় হয়েছে এনআইএ। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি

এরপর ৩ পাতায়

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন

নেপালের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী পুষ্প কমল দহল 'প্রচন্ড' আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতিতে নেপালের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। দু'দেশের অনন্য সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করায় ভারতের দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি। দু'দেশের মানুষের কল্যাণে নেপালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রশ্নে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও প্রসারিত করার উপর জোর দেন উভয় নেতা।

মন্ত্রীসভাতেই দু'জন এমন সদস্য আছেন

যারা রাজ্যসভা বা লোকসভা কোনও জায়গারই সাংসদ নন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী-সহ ৭২ জন মন্ত্রী। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা লোকসভায় জিতে আসেননি, কিন্তু রাজ্যসভার সাংসদ। কিন্তু এই মন্ত্রীসভাতেই দু'জন এমন সদস্য আছেন যারা রাজ্যসভা বা লোকসভা কোনও জায়গারই সাংসদ নন। প্রথম জন পঞ্জাবের রভনীত সিং বিট্টু, এবং দ্বিতীয় জন কেরালার জর্জ কুরিয়ান।

পাশাপাশি, কেরালা থেকে এ বার মন্ত্রী হয়েছেন জর্জ কুরিয়ান। পেশায় শিল্পপতি জর্জ বর্তমানে রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্যই নন। কেরালার দ্বিতীয় বিজেপি সাংসদ হিসাবে শপথ নিলেন জর্জ কুরিয়ান। তবে মনে করা হচ্ছে দু'জনকেই রাজ্যসভায় প্রার্থী করে জিতিয়ে আনা হবে। ১৩ জুলাই মেয়াদ শেষ হচ্ছে চার মনোনীত বিজেপি সাংসদের। সেই জায়গায় সাংসদ করে আনা হতে পারে এই দুই জন মন্ত্রীকে। এ ছাড়া এই বছরে রাজ্যসভার আর কোনও পদই খালি হওয়ার নেই। তাই আগামী মাসে রাজ্যসভায় পাঠানো হতে পারে জর্জ কুরিয়ান এবং রভনীত সিং বিট্টুকে।রভনীত ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন। একটা সময় তিনি কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতাও ছিলেন। কিন্তু দল বদল করে এ বার লুধিয়ানা বিজেপির হয়ে লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়ে হেরে যান। তাঁকে রবিবার মন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়েছে।

ইসকনে পালিত হবে ঐতিহ্যবাহী

পানিহাটির দন্ড মহোৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতিবছরের ন্যায় এবছর ২০ শে জুন বৃহস্পতিবার ২০২৪ পানিহাটির চিড়াদধি দন্ড মহোৎসব মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরসহ বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখাকেন্দ্রে এই উৎসব পালন করা হবে। সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য চিড়াদধি দন্ড মহোৎসব পালিত হবে আমেরিকার আটলান্টা শাখাকেন্দ্রে।ইসকন পানিহাটির শ্রী শ্রী গৌরনিতাই মন্দিরে ১৬ ই জুন ২০২৪ থেকে ২০ শে জুন ২০২৪ এই ৫ দিন ব্যাপী চিড়া-দধি দন্ড মহোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হবে। এই দন্ড (শাস্তি) দিয়েছিলেন শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে তথা ৯২১ বঙ্গাব্দে বিশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা মাসিক আয় সমন্বিত হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার শ্রী গোবর্ধন মজুমদারের একমাত্র পুত্র শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে। দন্ডটি ছিল শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দকে চিড়া-দধি ভোজন করানো। কোন অপরাধে,কেন দন্ড দিয়েছিলেন? অপরাধটি ছিল শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আর্শীবাদ না নিয়ে রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করার প্রয়াস করেছিলেন। অত্যন্ত আনন্দের সহিত তিনি এই দন্ড গ্রহণ করেছিলেন। আজ থেকে ৫০৮ বৎসর পূর্বে বিশাল সমারোহে রঘুনাথ "চিড়া-দধি" মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তখন

এরপর ৩ পাতায়

শপথ নিয়েই মন্ত্রী পদ ছাড়তে ইচ্ছুক

কেরলের একমাত্র বিজেপি সাংসদ সুরেশ গোপী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শপথ নিয়েই মন্ত্রী পদ ছাড়তে ইচ্ছুক কেরলের একমাত্র বিজেপি সাংসদ সুরেশ গোপী। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি সাংসদ হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে চান। মন্ত্রী হিসাবে থাকতে চান না। কিন্তু কী কারণে বিজেপি সাংসদের এমন ইচ্ছাপ্রকাশ, সেকথাও জানিয়েছেন তিনি।উল্লেখ্য, এবারে ত্রিশূর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএম প্রার্থী এস সুনীল কুমারকে ৭৪৬৮৬ ভোটে হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সুরেশ গোপী। এর আগে সুরেশ গোপী রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবেও কাজ করেছেন। ২০১৬ সালে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। রাজ্যসভায় তিনি ২০২২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। জানা যাচ্ছে, ফিল্মের জগতের সুরেশ গোপীর অবদান রয়েছে। ১৯৯৮ সালে সেরা অভিনেতার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও নানা অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকাতেও পাওয়া গিয়েছে তাঁকে।রবিবার প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে বিজেপি সাংসদ সুরেশ গোপী জানান, 'আমি কোনওদিন মন্ত্রী পদ চান না।আমি ত্রিশূরের সাংসদ হিসাবেই কাজ চালিয়ে যেতে চাই। আসলে আমার ফিল্মে কিছু কাজ রয়েছে। সেই কাজগুলি শেষ করতে চাই।' তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর কোনও পদ পাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর আশা, খুব শীঘ্রই তাঁকে মন্ত্রী পদ থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। মন্ত্রী পদ ছাড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেও তিনি যে তাঁর সংসদীয় এলাকার লোকেদের জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর, সেই কথাও জানাতে ভোলেননি সুরেশ গোপী।

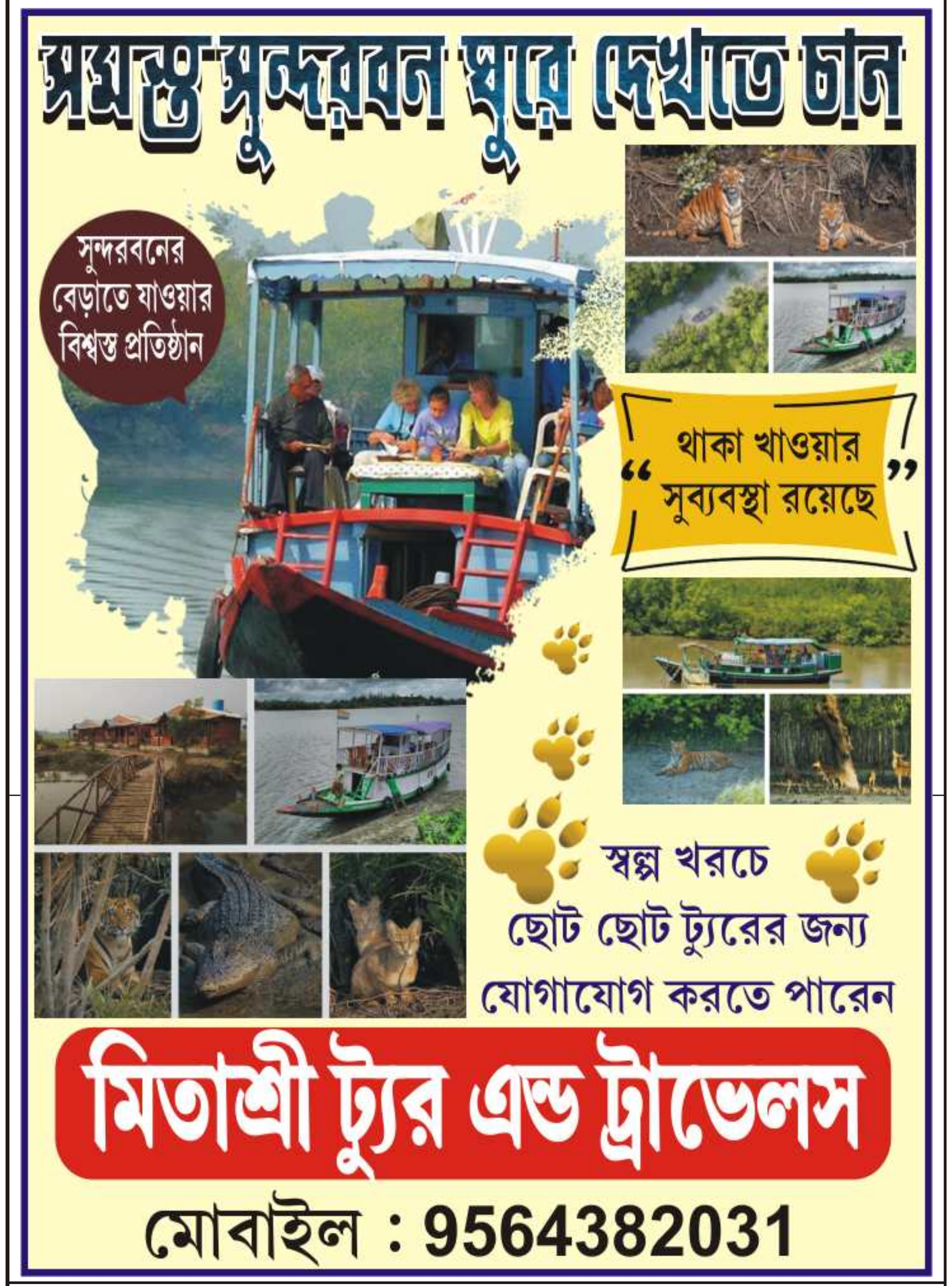

শপথ গ্রহণের সাক্ষী থাকল বিজেএমসি

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত সাধারণ মানুষকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জায়গায় বাইরে থেকে আসা লোকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে গৌরবময় কর্মসূচিতে জায়গা পেল ভারতীয় জনতা মজদুর সেল। বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু উপরোক্ত তথ্য জানান। তিনি জানান যে এই অনুষ্ঠানে সেলের জাতীয় উপদেষ্টা বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরী, জাতীয় বসিরহাট লোকসভা বিজেএমসি সভাপতি জয়ন্তী মন্ডল, দিল্লি বিজেএমসির সহ-সভাপতি গোপাল সরকার এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ফালাকাটায় মঙ্গলবার পর্যালোচনা বৈঠক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা: নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে এবার ফালাকাটায় বিজেপি থেকে কম ভোট পেয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।ফালাকাটা পুর এলাকায় প্রায় ৮হাজারের বেশি ভোটে শাসক দলকে লিড দিয়েছে বিজেপি।এমন ফলাফল নিয়ে তাই এবার পর্যালোচনা বৈঠক করবে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ফালাকাটা টাউন ব্লক কমিটি। মঙ্গলবার ফালাকাটা কমিউনিটি হলের শেড ঘরে এই বৈঠক হবে।বৈঠকে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বরাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানাগেছে।এছাড়াও পুর এলাকার ৪৯টি বুথের বুথ সভাপতি,ওয়ার্ড কনভেনার এবং কাউন্সিলাররাও উপস্থিত থাকবেন। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে বলেন,পুরভোটে আমরা একক সংখ্যা গরিষ্টতা নিয়ে বোর্ড গঠন করেছিলাম। কিন্তু তার পরেও এবার লোকসভা ভোটে কেন এমন বিপর্যয় তা আলোচনা করা হবে।একেবারে বুথ ধরে ধরে আলোচনা হবে।এই পরাজয়ের জন্য কারও গাফিলতি ধরা পড়লে তা বৈঠক থেকেই রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হবে।ফালাকাটাতে বুধবারের ওই বৈঠকের দিকেই এখন তালিয়ে আছেন কাউন্সিলার থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা।দল কোনো নির্দেশ দেয় কি না কিংবা কারও বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় কি না তা নিয়েও চর্চা চলছে।দলের পাশাপাশি এই রেজাল্টের জন্য পুরবোর্ডের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হবে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

শেখ শাহজাহানের জমি

দখলের টাকা যেত পার্টি ফান্ডে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেখ শাহজাহানকে নিয়ে বিস্ফোরক ইডি । এদিন চার্জশিট পেশ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানাল, শেখ শাহজাহানের জমি দখলের টাকা যেত পার্টি ফান্ডে! সোমবার শাহজাহান-সহ ৩ জনকে কলকাতা নগর দায়রা আদালতে তোলা হয়। সেখানেই রীতিমতো বোমা ফাটাল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। তবে তল্লাশি তো দূর, উল্টে শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে মার খেয়ে এলাকাছাড়া হয় ইডি। সেই ঘটনার পর ৫৫ দিন পর গ্রেফতার হন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা। বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছেন শেখ শাহজাহান। এদিন আদালতে ইডির দাবি, জেরায় শাহজাহান ও শিবু হাজরাকে জানিয়েছে, ২০১৮-২০২৩ সাল পর্যন্ত জমি দখলের টাকা ঢুকেছে পার্টি ফান্ডে! প্রায় ৯০০ বিঘা ভেড়ি দখলের অভিযোগ উঠে এসেছে শাহজাহান সঙ্গী শিবু হাজরার বিরুদ্ধে। তদন্তকারীদের দাবি গোটা ঘটনার পেছনে হাত রয়েছে শাহজাহানের পাঁচ ঘনিষ্ঠের। তাদের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।

পাঁচ অভিযুক্তর তালিকায় নাম উঠে আসছে জর্জ কুট্টি, রাবেয়া বিবি মোল্লা, প্রতাপ বিশ্বাস, জয়া সাউ এই চার জনের। ইডির অভিযোগ শাহজাহনেক কালো টাকা সাদা করতে সাহায্য করেছিলেন এরাই। এজেন্সির অভিযোগ ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে শাহজাহনের সংস্থা শেখ সাবিনার মাধ্যমে রপ্তানি বাবদ ১৯৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা পে করা হয়েছে। ওদিকে মোট লাভের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।

কিছুদিন আগেই 'মৎস ব্যবসায়ী' শাহজাহানের মাছ ব্যবসা সংক্রান্ত সংস্থা 'মেজার্স শেখ সাবিনা ফিশ সাপ্লাই ওনলি'-র একটি অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ় করে ইডি। সেই সময় সংস্থা জানায়, নিজের মাছের ব্যবসার আড়ালে কালো টাকা সাদা করতেন শাহজাহান।

১-ম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের শপথগ্রহণের দিনই জঙ্গি হামলায় ফের রক্তাক্ত হয়েছে জম্মু কাশ্মীর

তল্লাশি চালাচ্ছে। হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশ, শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক সূত্রের সন্দেহ, রিয়াসিতে এই হামলাটি ইচ্ছে করেই নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের দিন ঘটানো হয়েছে। মনে করা হচ্ছে ১২ জনের একটি জিহাদি দল জম্মু অঞ্চলে তিন বা দুই জনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রাজৌরি-পুঞ্চ এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ পাক নাগরিকও হতে পারে। তবে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে এমন কোনও তথ্য সমর্থন করা হয়নি।

১-ম পাতার পর

কারচুপি করে ভোটে জিতেছে তৃণমূল, এবার এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী

অভিযোগ করেন।

এবারে ভোটের ফলাফল নিয়ে মুখ খুললেন রেখাদেবী। কারচুপি করে ভোটে জিতেছে তৃণমূল, এবার এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী। ভোটে হেরে যাওয়ার পর থেকে সন্দেশখালিতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না রেখাকে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে বিজেপি প্রার্থী বলেন, "সময় হলেই সন্দেশখালিতে যাব। আমি চোর নই যে লুকিয়ে থাকব। আমি কবে যাব সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই লড়াই শক্তিশালী করব। তার জন্য সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াব।"

ভোট পরবর্তী লাগাতার হিংসার ঘটনা নিয়ে রেখা বলেন, "অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। যারা ঘরছাড়া হয়েও বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যেখানে মানুষের উপরে অত্যাচার হবে সেখানে যাব। আমাকে প্ল্যানিং করে হারানো হয়েছে। রেখা পাত্র হার স্বীকার করেনি। একবার যখন রাজনীতিতে এসেছি যখন রাজনীতিতেই থাকব।"

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি, ১০ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মহম্মদ মুইজ্জু আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ডঃ মুইজ্জুকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি নতুন সরকার এবং মালদ্বীপের মানুষকে শুভেচ্ছা জানান এবং ডঃ মুইজ্জুর নেতৃত্বে মালদ্বীপ সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে যাত্রা বহাল রাখবে বলে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। দুই নেতাই, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের এবং বহুমুখী মৈত্রীর উল্লেখ করেন এবং আমাদের মানুষে মানুষে যোগাযোগ, সক্ষমতাবর্ধন সহযোগিতা, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক এবং উন্নয়ন সহযোগিতা সহ বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের উপর আলোকপাত করেন।

রাষ্ট্রপতি আশাপ্রকাশ করে বলেন যে, ভারত মালদ্বীপ সম্পর্ক আগামী দিনগুলিতে আরও শক্তিশালী হবে।

নতুন সরকারের প্রথম সিদ্ধান্তে কৃষক কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধতা

প্রতিফলিত পিএম কিষাণ নিধির আওতায় অর্থ মঞ্জুর সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে সর্বপ্রথম পিএম কিষাণ নিধির আওতায় সপ্তদশ কিস্তিতে অর্থ মঞ্জুর সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এরফলে, ৯.৩ কোটি কৃষক প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা পাবেন। ফাইলে স্বাক্ষর করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কৃষক কল্যাণে আমাদের সরকার সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ। সেই অনুযায়ী দায়িত্ব নেওয়ার পরই এ সংক্রান্ত ফাইলেই প্রথম স্বাক্ষর করেছি। আগামী দিনে কৃষক এবং কৃষি ক্ষেত্রের জন্য আরও বেশি কাজ করতে চাই"।

বিজেপির সময়ে দেশে মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা রবিবার তৃতীয় মোদী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সোমবার জানা যায় তাঁকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে এবার বিজেপি নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি পেতে চলেছে।বিজেপি এবার কোনও মহিলাকে সভাপতি করতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। বিজেপির সময়ে দেশে মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। এছাড়া মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের নির্বাচনী যোগ্যতাও বেড়েছে।

সর্বভারতীয় সভাপতি কে হতে পারেন, তাদের সম্ভাব্য তালিকা নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ শীর্ষ নেতারা। তবে মহিলাদের মধ্যে স্মৃতি ইরানির নাম শোনা যাচ্ছে। তিনি অনেকগুলি ভাষায় কথা বলতে পারেন। আক্রমণাত্মকও বটে। তবে এবার তিনি আমেথি থেকে হেরে যাওয়ার বিষয়টিও আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরে ডেপি নাড্ডাকে কার্যকরী সভাপতি করা হয়েছিল।তারপর ২০২০-র জানুয়ারিতে জেপি নাড্ডাকে পূর্ণ সময়ের সভাপতি করা হয়। সভাপতি হিসেবে নাড্ডার তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ -এর ২০ জানুয়ারি। কিন্তু বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতি সর্বসম্মতিতে সেই মেয়াদ ২০২৪-এর জুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।এব্যাপারে বলে রাখা ভাল আগে যে দু'জনের নাম সম্ভাব্য সভাপতি হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল, তাঁরা হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং শিবরাজ সিং চৌহান। কিন্তু তাঁরা দুজনেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

এই মুহূর্তে বিজেপির অন্দর মহলে যেসব নামগুলি উঠে আসছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহারাষ্ট্রের বিনোদ তাউড়ে। তিনি বিএল সন্তোষের পরে বিজেপির অন্যতম প্রভাবশালী সাধারণ সম্পাদক হয়ে উঠেছেন। তেলেঙ্গানার কে লক্ষ্মণের নামও শোনা যাচ্ছে। তিনি বিজেপির ওবিসি মোর্চার প্রধান। তিনি রাজ্য বিজেপির সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারেন।এছাড়াও সুনীল বনসালের নামও উঠে আসছে। তিনি এই মুহূর্তে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলা, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানার ইনচার্জ। উত্তর প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন হিসেবে কাজ করার সময় তিনি শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে রাজস্থান থেকে রাজ্যসভার সদস্য ওম মাথুরের নামও। তিনি আরএসএসের প্রচারক ছিলেন এবং গুজরাতের দায়িত্বও পালন করেছেন।

বর্তমান মানুষের রুচির অবনতি কেন ?

কলমে:- বেবি চক্রবর্ত্তী

নিউজ সারাদিন : ইতিহাস হল সভ্যতার প্রারম্ভ দলিল। বর্তমান সংস্কৃতি মারামারি - লাঠালাঠি - ঝগরা - গলাবাজি। যুগ আধুনিক কিন্তু মানুষ প্রকৃত আধুনিক মনস্ক নয় তাহলে পর সমালোচনার চেয়ে দেশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে থাকার চেষ্টা করত। রাজনৈতিক ভিন্ন দল- জাতি- ধর্ম। পর সমালোচনায় শুধু সময় অপচয়। "কোনো সার্বিক উন্নয়ন আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচনায় হয়েছে বলে আমার জানা নেই ".... মন্তব্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র।

মানুষ গুলো কেমন যেন সব বোকাবোকা। দেশ দ্বিখন্ডিত রাজনৈতিকগত ভাবে নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারিত। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা নিজস্ব সেনা মোতায়েন। তবু কেন অখন্ড ভারতের অলীক কল্পনায় বিরাজমান। সত্যি যদি অখন্ড ভারত আবার আমরা ফিরে পাই, তাহলে ভারত একটি সমৃদ্ধশালী সয়ং সম্পূর্ণ দেশ হবে। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যেখানে বর্তমান অতীতের সাথে জড়িত জাতীয়তাবাদ। পুরানো ইতিহাস সম্পদ ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান হল নিছক বিরক্তি বহু মানুষের। কারণ কর্ম - স্যোস্যাল মিডিয়া- নিউজ একটা বহনকারী চলমান জীবন। উন্নতি প্রগতির প্রতীক কি মানুষ জেনে ও আজ যেন উপেক্ষিত! আধুনিক মনস্ক এই গতিশীল জীবনের প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ কই ! প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বহু মানুষই শিক্ষিত। এই রুচির নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। প্রেম হল পবিত্র। আধুনিক প্রেম বট বৃক্ষের মত অজস্র ঝুড়ি না।বাথরুমে স্নান - প্রেমের কবিতা - প্রেমের মুভি, সমুদ্রে স্নান - বই থেকে বিরত। নিউজ পেপার থেকে পিছিয়ে। আধ্যাত্মিকতা যে নিয়মে মানুষকে বেঁধে রাখে তা নিয়মশৃঙ্খলে আমাদের পরিচালিত করে। এখন ও অনেক মানুষ আছে যারা বিজ্ঞান আধুনিক মনস্ক বিশ্বাস নিঃশ্বাস কে বিশ্বাস করতেই হবে। পাহাড় -পর্বত- নদী কিভাবে সৃষ্টি? অথবা ইলেকট্রন - প্রর্টোনে শক্তি কিভাবে এল ? কোন শক্তি কিভাবে কাজ করছে তাঁর ব্যাখা হয়ত অনেকেরই অজানা।ভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে ভিন্ন মতবাদ পাবে। ঈশ্বর বিদ্যমান। আমার সবাই সমালোচক কিন্তু সেই সমালোচনায় যোগ্য সমতুল্য কিনা জানিনা। অন্ধকারে আলো না থাকলে হোঁচট খেতে পারে। প্রত্যেকটা জীব একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীরা চাঁদে যেতে পারে, পর্বতে আরোহন করতে পারে কিন্তু নিয়ম কে বা প্রকৃতি কে কোন ও শক্তি দিয়ে পরাস্ত করতে পারে না।পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে বিজ্ঞান কি পারবে সূর্য কে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরাতে। না ! নিয়মের বাইরে আমরা কেউই নয়। ঈশ্বর বিদ্যমান। সদা - সর্বদা বিরাজমান। মানুষের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা --- দেবত্ব। প্রতিটি কাজে, চিন্তায় যখন সেই পূর্ণতা , সেই দেবত্ব যখন প্রকাশ পায় --- তখনই সেই কাজ, সেই চিন্তা হয়ে ওঠে 'ইতিবাচক'- এর পূর্ণরূপ। আজকের যুব সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে দূর ঠেলে অন্ধকারকে গ্রহণ করছে। হিন্দু - খ্রিষ্টান - মুসলমান - শিখ- বৌদ্ধ - জৈন্য। প্রত্যেকটি ধর্ম ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়ে। যুগ যুগ ধরে কত ঝড় - ঝাপটা উপেক্ষা করে নিজ পথে দাঁড়িয়ে। যেন একই নদীর ভিন্ন ঘাট।

আজকের জ্ঞানী-গুণি যুব সমাজ সয়ং ঈশ্বরকে ও সমালোচনা করতে ছাড়ে না। এরা জানে না সমালোচনার যোগ্য সমতুল্য কিনা! জীবন যেন এখন হাতের মুঠোয়। মোবাইলে সময় অতিবাহিত ঘন্টার পর ঘন্টা। "মোবাইলে খতিকারক রে" যা মানব শরীরে ক্যানসার চিকিৎসায় কাজে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ। প্রত্যেক ক্রিয়াই বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। একবার ভাবুন সেই রে অর্থাৎ মোবাইল চব্বিশ ঘণ্টাই হাতের কাছেই রাখছি। মোবাইলে রে এর প্রভাবে যেখানে গাছে ছোট চরুই পাখি দেখা যায় না। গাছের ডাবে ফলন পাওয়া যায় না। সেই ফলন সংখ্যা কম হলেও নারিকেল গাছের প্রথম ফলন ডাবের গায়ে কালো কালো দাগ থাকে। যখন প্রকৃতির তৈরি সবুজ রঙে দাগ আনতে পারে তাহলে মানব শরীরে কি প্রভাব ফেলতে পারে অসুখ- বিসুখের। এটা কোনো গল্প না সত্যি। তবে যাইহোক বর্তমান এই খুব সমাজ অবক্ষয়ের পথে সথিত সাংস্কৃতিক রুচি কিছু মানুষের অবনতির পথে। চাই মানুষের সম্পূর্ণ সচেতন - বই পড়া - পেপার পড়া - নিজ নিজ ধর্মের আধ্যাত্মিকতা পালন করা। এই আধ্যাত্মিক বোধে মানসিক শান্তি আনে জীবনকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখে। শিঙ্খলাহীন জীবন হয় বিনাশের কারণ। যেখানে সয়ং প্রকৃতি নিয়মের মধ্যে চলে। যদি দিন -রাত না হয়, অর্থাৎ যেদিন সূর্য উদয় না হয় আমাদের কি ভালো লাগে ? না! নিয়ম - সব নিয়মের ব্যাখা হয় না। পাহাড় -পর্বত- ঝর্না - সমুদ্র কিভাবে সৃষ্টি হল ! বিজ্ঞান বলবে জলবায়ু ভেদে কিন্তু কে তৈরি করলো ? প্রকৃতি কিভাবে সৃষ্টি হল ? কে সৃষ্টি করল এত সুন্দর প্রকৃতি? কেন তৈরি করলো? এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন এই স্বদেশ আমাকে বন্ধু দিয়েছে, পরিবার দিয়েছে, কাজ দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, মাতৃভূমিতে জন্ম দিয়েছে! এই স্বদেশ কি আমাদের জননী নয়!

এই স্বদেশ অর্থাৎ দেশের উন্নতির কথা আমাদের ভাবা দরকার। স্বার্থপরতাই হল মৃত্যু সমতুল্য। মানবিকতা হীন বিবেক বর্জিত সমাজ সম্পত্তি - ধন - দৌলত কি মৃত্যুর পর সাথে নিয়ে যেতে পারবে ?..... না! তোমার কাজ থাকবে ভালোবাসার - বিবেক - স্মৃতি টুকু পড়ে থাকবে। সবাই এখানে নিজেদেরকে বোদ্ধা মনে করে কিন্তু সবাই এখানে আমারা জীবন যোদ্ধা।গরিবেরা করে প্রতি নিয়ত যুদ্ধ বেঁচে থাকার লড়াই - মধ্যবিত্তরা করে একে অপরের সমালোচনায়, দিন পার করে আর পুঁজিবাদী মানুষ শাসক সম্প্রদায় ধনী থেকে দিনে দিনে ধনশালী হয়। এরা কাউকেই তোয়াক্কা করে না! না সমালোচক - না সমালোচনা। বিচার - বুদ্ধি - বিবেচনা দ্বারা চিন্তা শক্তি সুদীর্ণ কর! বর্তমান সমাজে যেন মানুষের রুচির অবনতি।

২ পাতার পর

ইসকনে পালিত হবে ঐতিহ্যবাহী পানিহাটির দন্ড মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীবেশে পুরীধামে অবস্থান করলেও নিত্যানন্দ প্রভুর আহ্বানে এই অপ্রাকৃত মহোৎসবে তাঁর দিব্য স্বরূপে যোগদান করে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে ভোগ গ্রহণ করেছিলেন। শ্রী রঘুনাথ দাস লক্ষ লক্ষ ভক্তমন্ডলীকে "চিড়া-দধি" প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন। কয়েকজন পার্ষদ ব্যাতীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দিব্যলীলা অন্যেরা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে প্রতিবছর জৈষ্ঠ্য শুক্লা ত্রয়োদশীতে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে গঙ্গাতটে বিশাল বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় আজও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসব স্তিমিত করে দেয় হিংসা - দ্বেষ এর বাতাবরণকে, আবদ্ধ করে দেয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম-শৃঙ্খলে।জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানবের মিলন ক্ষেত্র,মিলন মেলা এই উৎসব।এইদিন সমগ্র বিশ্বে ইসকনের প্রতিটি শাখা কেন্দ্রে এই "পানিহাটি দন্ড মহোৎসব" মহাসমারোহে উদযাপিত হবে। শ্রীধাম মায়াপুরে পতীত পাবনী গঙ্গা মন্দিরে মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে এই উৎসব পালন করা হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫৮ সংখ্যা ১১ জুন, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কার্যভার গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণে শ্রী মোদী বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের দপ্তর হিসেবে গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে প্রথম থেকেই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা চেষ্টা করেছি পিএমও-কে অনুঘটক হিসেবে এমনভাবে গড়ে তুলতে, যাতে সেটি নতুন প্রাণশক্তি এবং প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে"।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, সরকার মানে ক্ষমতা, নিষ্ঠা এবং সংকল্পের নতুন প্রাণশক্তি। তাঁর বিশ্বাস পিএমও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের কাজ করার জন্য নিবেদিত। তিনি আরও বলেন যে, মোদী একা সরকার চালায় না। কয়েক হাজার মন একসঙ্গে মিলে দায়িত্ব বহন করে, যার জন্য নাগরিকরা তার ক্ষমতার চমৎকারিত্বের সাক্ষী হতে পারে।

শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সঙ্গে যেসব মানুষ আছেন, তাঁদের কাছে সময় কোনো বাধা নয়, ভাবনার কোনো পরিসীমা নেই বা প্রয়াসের কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এইসব মানুষের উপর সমগ্র দেশের আস্থা আছে"।

প্রধানমন্ত্রী এই অবসরে এইসব মানুষকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁদের উৎসাহ দেন, যাঁরা আগামী ৫ বছর বিকশিত ভারতের পথ যাত্রার অঙ্গ হতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন এবং দেশ গঠনে আত্মনিবেদন করতে চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা সকলে মিলে বিকশিত ভারত ২০৪৭ এই একটামাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ওদেশই প্রথম্ব এই লক্ষ্য অর্জন করবো"। তিনি পুনরায় বলেন, তাঁর প্রতিটি মূহূর্ত দেশেরই জন্য।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্যাখ্যা করে বলেন, আকাঙ্ক্ষা এবং স্থায়িত্বের মিশেলে দৃঢ়তা আশে এবং তখনই সাফল্য পাওয়া যায়, যখন সেই দৃঢ়তার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম যুক্ত হয়। তিনি আরও বলেন, যদি কারোর ইচ্ছা একমুখী হয়, তখন তা সংকল্পের রূপ নেয়। অন্যদিকে, যখন কোনো ইচ্ছা বারে বারে পাল্টায় তা শুধুমাত্র তরঙ্গই থেকে যায়।

প্রধানমন্ত্রী দেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁর সহকর্মীদের উৎসাহ দেন গত ১০ বছরের কাজকে পিছনে ফেলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পেরিয়ে যেতে। শ্রী মোদী বলেন, "আমাদের দেশকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে, যা অন্য কোনো দেশ পারেনি"।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে সাফল্যের পূর্ব শর্ত হল স্পষ্ট ভাবনা, নিজের উপর আস্থা এবং কাজ করার মনোভাব। তিনি বলেন, "যদি আমাদের এই তিনটি জিনিস থাকে তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে, ব্যর্থতা ধারেকাছে আসতে পারবে না"।

প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের কর্মীদের আদর্শের জন্য আত্মনিবেদনের কারণে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, সরকারের সাফল্যের একটা বড় অংশ তাদের প্রাপ্য। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "এই নির্বাচন সরকারি কর্মীদের প্রয়াসে অনুমোদনের শিলমোহর দিয়েছে"। তিনি তাঁর সহকর্মীদের নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা করতে এবং কাজের মাত্রা বৃদ্ধি করতে উৎসাহ দেন। প্রধানমন্ত্রী ভাষণের শেষে তাঁর প্রাণশক্তির গোপন উৎসের উপর আলোকপাত করেন এবং বলেন, সেই ব্যক্তি সফল হতে পারে যে তার নিজের ভেতরে শেখার ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি"। ভূত, জ্বিন, প্রেতাত্মা ইত্যাদির সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, বা রাতের অন্ধকারে গায়েবি আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা মোটেও কম নয়। আমার অনেক বন্ধুই আছে যারা আমাকে অলৌকিক সব ঘটনার কাহিনী শোনায় এবং জিজ্ঞাসা করে, 'এর কি কোনো ব্যাখ্যা তোমার কাছে আছে?' **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করেছেন। চাণক্যের কথাগুলো আধুনিক যুগের পরিশীলিত কথাবার্তা থেকে ভিন্ন হলেও আজকের দিনেও ঠিক একই তাৎপর্য বহন করে।এরকম জ্ঞানী একটা মানুষ কিন্তু শারীরিকভাবে খুব একটা সবল ছিলেন না। দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। তবে সব ছাপিয়ে এই বিজ্ঞ ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতের সমাজ, সংসার, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি কথাগুলো হাজার বছর পরেও গুরুত্ব হারায়নি।চাণক্যের জন্ম ইতিহাস জানতে গেলে এ কথাটা আজকের দিনে লেখা উচিত বলে মনে করছি। বহু ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক চাণক্য জন্ম ইতিহাস সঠিক তথ্য আজও আমার কাছে মিলেনি। তবে চাণক্য [খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ থেকে ২৮৩ অব্দ] ছিলেন প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাচীন তক্ষশীলা বিহারের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ছিলেন। মৌর্য রাজবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজক্ষমতা অর্জন ও মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অবদান অনস্বীকার্য। দার্শনিক প্রজ্ঞা আর কূটনৈতিক পরিকল্পনায় সিদ্ধহস্ত এই অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষটির জন্ম বর্তমান পাকিস্তানের তক্ষশীলায়, যেখানে উপমহাদেশে উচ্চতর জ্ঞান আহরণের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপীঠ অবস্থিত ছিল। রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তব চর্চা ও রাষ্ট্রীয় কৌশলের প্রয়োগপদ্ধতির নির্দেশনা দানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে তার অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী। মহাজ্ঞানী চাণক্যের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। এ ছাড়া তার বিখ্যাত ছদ্মনাম 'কৌটিল্য'। আবার কারও কাছে তার নামই বিষ্ণুগুপ্ত। কৌটিল্য নামেই তিনি সংস্কৃত ভাষার অমরগ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' লিখে গেছেন। রাষ্ট্রশাসন ও কূটনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

জামাইষষ্ঠীর বাজার আমের দাম আকাশছোঁয়া হতে চলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অতিরিক্ত গরম। তার উপর ঝড়ে আমের দারুণ ক্ষতি হয়েছে মালদা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। তাই এবছর জলপাইগুড়ির বাজারে সেভাবে আমের যোগান নেই। জামাইষষ্ঠীর বাজার আমের দাম আকাশছোঁয়া হতে চলেছে। এমনটাই মনে করছেন বিক্রেতারা। জলপাইগুড়িতে হিমসাগর আম আসলেও তার চাহিদা তেমনভাবে নেই।জামাইষষ্ঠীর জন্য ইতিমধ্যেই আমের রকমারি ধরন বাজারে এনেছেন। হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, চোষা আম সহ কয়েক ধরনের আম রয়েছে বাজারে। এছাড়াও, বিভিন্ন ফল যেমন লিচু, আপেল, কমলা, পেয়ারা, মৌসুমী, তরমুজ রয়েছে দোকানে। শনিবার ফল কিনতে আসা এক ক্রেতা কৃষ্ণা দাস যেমন বলেন, "এবার ফলের দাম একটু বেশি মনে হচ্ছে। জামাইষষ্ঠীর আগে কিছু কিছু বাজার করে রাখছি ।" আরেক ক্রেতা পপি রায় বলেন, " জামাইষষ্ঠীর জন্য ফল কিনতে বাজারে এসেছি। বেশ কয়েক ধরনের ফল কিনলাম। স্বাভাবিকের তুলনায় দাম একটু বেশি-ই মনে হল।" দাম বাড়ার কারণেই ফলের বাজার এবার তেমনভাবে জমবে না বলেই মনে করছেন ফল ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে এক ফল বিক্রেতা ভুবন রায় বলেন, "মনে হচ্ছে এবার বাজার তেমন জমবে না। ফলের দাম একটু বেশি আছে। তাছাড়া ফলের জোগান এবার তুলনামূলক ভাবে কম।" আরেক ব্যবসায়ী রাজু বসু বলেন, " বাজারে অনেক ধরনের ফল আছে। আমের মধ্যে হিমসাগর, ল্যাংড়া, চোষা আম রয়েছে। মানুষজন আসছেন ফল কিনছেন।"দাম আকাশছোঁয়া। বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ১০০ থেকে ১২০ টাকা। অন্যান্য আমও বাজারে আসলেও, দাম অনেকটাই বেশি। সাধারণ আম বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৮০ টাকা কিলো দরে। তাও আবার গত বছরের থেকে স্বাদে কম আবার দামে বেশি। ফলে এবার জামাইষষ্ঠীতে আগুন থাকবে আমের বাজার। বলছেন বিক্রেতারা।কিছু কিছু আম বিক্রেতা বলছেন, অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অন্যান্য আমকে হিমসাগর আম বলে বিক্রি করছেন। সব মিলিয়ে এবার আর কম দামে আম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা বলতেই হবে। হাতে গোনা আর মাত্র দুদিন। তারপরেই বাঙালির ঘরে ঘরে পালিত হবে জামাইষষ্ঠী। আর সেই উপলক্ষে জামাইকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কোনও কিছুই খামতি রাখতে চাইছেন না শাশুড়িরা। ইতিমধ্যেই বাজার করতে শুরু করে দিয়েছেন শাশুড়িরা। বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস সহ রকমারি মিষ্টি, দইয়ের ব্যবস্থা তো থাকছেই। সেখানে জামাইষষ্ঠীতে আমের সম্ভার থাকবে না তা কী করে হয়! তাই ময়নাগুড়ি ফল বাজারে ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। তবে দাম দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অনেকেই। স্বাভাবিকের তুলনায় এবার ফলের চাহিদা অনেকটা কম। আর সেই কারণেই বাজার দর এবার একটু বেশি বলেই জানিয়েছেন ফল বিক্রেতারা। ফলে এবার জামাইষষ্ঠীর আমের বাজার তেমনভাবে জমবে না বলেই দাবি ব্যবসায়ীদের।

অটল ইনোভেশন মিশন, নীতি আয়োগ সূচনা করল এআইএম - আইসিডিকে ওয়াটার চ্যালেঞ্জ ৪.০ এবং ইনোভেশন ফর ইউ - ভারতের এসডিজি উদ্যোগের

নয়াদিল্লি, ১০ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : অটল ইনোভেশন মিশন, নীতি আয়োগ (এআইএম) উদ্ভাবনা এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুটি যুগান্তকারী উদ্যোগের সূচনা করেছে। এগুলি হ'ল - এআইএম - আইসিডিকে ওয়াটার চ্যালেঞ্জ ৪.০ এবং ইনোভেশন ফর ইউ - ভারতের এসডিজি উদ্যোগ।

ইনোভেশন সেন্টার ডেনমার্ক (আইসিডিকে)-এর সহযোগিতায় ভারতে ডেনমার্কের দূতাবাসে এআইএম জল সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগের প্রসারে চতুর্থ পর্যায়ের কার্যক্রমের খুঁটিনাটি তুলে ধরল। এই বিষয়টি পরিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্নে ভারত ডেনমার্ক দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের আওতায় পড়ে। এর আওতায় নির্বাচিত কয়েকটি গোষ্ঠী ৯টি দেশে (ভারত, ডেনমার্ক, ঘানা, কেনিয়া, কোরিয়া, তানজানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কলম্বিয়া এবং মেক্সিকো)-এ নবীন প্রজন্মের উদ্ভাবনমুখী মানুষজনের সঙ্গে মতবিনিময় এবং অংশীদারিত্বে সামিল হবে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হ'ল - ধারাবাহিক উন্নয়ন, ডিজিটাল সমাধান, অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের আদান-প্রদান। কোপেনহেগেনে ডেনমার্ক সরকারের অর্থানুকূল্যে এ বছর ৩০ ও ৩১ অক্টোবর হতে চলা ডিজিটাল প্রযুক্তি শিখর সম্মেলনে এই কর্মসূচিতে সামিল সদস্যরা নিজেদের উদ্ভাবনার নিদর্শন তুলে ধরবেন। গোটা বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দুটি ক্ষেত্র ধরে। একটিতে অংশ নেবেন শিক্ষার্থীরা এবং অন্যটিতে নবীন উদ্যোগপতিরা। অংশগ্রহণকারীদের বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের নীচে। যেসব নতুন স্টার্টআপ পরিচালক কিংবা গবেষক পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে দায়বদ্ধ, তাঁদের এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা মূলত জোর দেবেন সমাজগত প্রভাবে ডিজিটাল পন্থা প্রয়োগের উপর। নবীন উদ্যোগপতিদের ক্ষেত্র হ'ল - স্টার্টআপু এ ভারতীয় প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং বিশ্ব অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। এই কর্মসূচির সূচনা অনুষ্ঠানে এআইএম নীতি আয়োগের মিশন ডিরেক্টর ডঃ চিন্তন বৈষ্ণব বলেন, ভারত সরকারের এই উদ্যোগ ধারাবাহিক উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার প্রশ্নে দায়বদ্ধতার প্রমাণ। ডেনমার্কের দূতাবাসের তরফে মিনিস্টার কাউন্সেলর তথা নতুন দিল্লির বাণিজ্য পরিষদের প্রধান সোরেন নরেলান্ট ক্যানিক মারকোয়ার্ডসেন বলেন, ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে দক্ষতার বিকাশ ও ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রশ্নে অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ এক বড় পদক্ষেপ। আবেদন জমা দেওয়ার সময় শুরু হয়েছে ১০ জুন, ২০২৪ তারিখ থেকে। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ জুন, ২০২৪। বিস্তারিত জানতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন - https://aim.gov.in/ICDK-water-innovation-challenge-4.php

আইসিডিকে-র পাশাপাশি, অটল ইনোভেশন মিশন 'ইনোভেশনস্ ফর ইউ'র পঞ্চম সংস্করণও প্রকাশ করল। এই পুস্তিকায় ধারাবাহিক উন্নয়নসমূহ লক্ষ্য অর্জনে ভারতীয় উদ্যোগপতিদের কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে রয়েছে ৬০ জন উদ্যোগপতির কথা। এই বইটি পড়তে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন - https://aim.gov.in/pdf/sdg-coffee-table-book.pdf

সিনেমার খবর

অন্তঃসত্ত্বা দীপিকাকে কোথায় নিয়ে গেলেন রণবীর?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী দীপিকাকে রেখেই অনন্ত-রাধিকার প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে ইতালিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং। প্রমোদতরির ওই পার্টিতে বেশ ফুর্তির আমেজেই দেখা গিয়েছিল রণবীরকে। এ নিয়ে বেশ কটাক্ষের মুখেও পড়ছেন এই অভিনেতা। কারণ, স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন সময় স্বামী পাশে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক; অথচ স্বামী বিদেশে পার্টিতে গিয়ে মজেছেন।

তবে ইতালি থেকে ফেরা মাত্রই স্ত্রীকে খুশি করার চেষ্টা করেছেন রণবীর। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, সোমবার রাতে দীপিকাকে নিয়ে নৈশভোজে গিয়েছিলেন রণবীর সিং। মুম্বাইয়ের একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাদের ক্যামেরাবন্দি করেন পাপারাৎজিরা। দেখা গেলো, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর হাত ধরে আগলে রেখেছেন রণবীর সিং। এ সময় অভিনেত্রীর পরনে ছিল স্ট্রাইপড লাল কুর্তা ও পাজামা। রণবীরের পরনে ছিল ছিমছাম টি-শার্ট। দুজনের চোখেই চশমা। এ সময় দীপিকার বেবিবাম্পটাও ঈষৎ দৃশ্যমান হয়েছিল।

শুধু দীপিকা নয়, এদিন পরিবারের সবাইকে নিয়েই রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন রণবীর। সাথে ছিলেন, রণবীরের মা অঞ্জু ভাবনানি ও বাবা জগজিৎ সিং। নৈশভোজে নিজের শাশুড়িকেও আনতে ভোলেননি এই অভিনেতা।

তবে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিজেকে একেবারেই ঘরবন্দি করে রাখেননি দীপিকা। কয়েকদিন আগে বেবি বাম্প নিয়েই 'সিংঘম' সিনেমায় শ্যুটিং করেছিলেন দীপিকা।

লোকসভা নির্বাচন : তারকাদের মধ্যে কে জিতলেন, কে হারলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় জাতীয় সংসদ তথা লোকসভা নির্বাচনে একঝাঁক তারকা বিভিন্ন দল থেকে বিজয়ী হয়েছেন। তিন মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার (৪ জুন)। বরাবরের মতো এবারও লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন চলচ্চিত্র অঙ্গনের কয়েকজন জনপ্রিয় তারকা। তাদের মধ্যে কেউ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন, আবার কেউবা হার মেনেছেন।

চলুন জেনে নিই নির্বাচনের মাঠে তারকাদের ফলাফল :

শত্রুঘ্ন সিনহা : লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল আসনে ত্রিমুখী লড়াই হয়েছে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন তৃণমূলপ্রার্থী বলিউড অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। তার প্রাপ্ত ভোট ৬ লাখ ৫ হাজার ৬৪৫টি। ৬৩ হাজার ভোটে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। শুরুতে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসেবে ভোজপুরী তারকা পবন সিংয়ের নাম ঘোষণা করা হলেও, তিনি নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর বিজেপির হয়ে মাঠে নামেন এসএস অহলুওয়ালিয়া। বামেদের প্রার্থী ছিলেন জাহানারা খান।

হেমা মালিনী : চলচ্চিত্র জগতের তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে বাজিমাত করেছেন অভিনেত্রী হেমা মালিনী। উত্তর প্রদেশের মথুরা আসনের বিজেপির টিকিট পেয়েছিলেন বলিউডের 'ড্রিম গার্ল'। কংগ্রেস নেতা মুকেশ ধনগরকে তিনি ২ লাখ ৯৩ হাজার ৪০৭ ভোটে হারিয়েছেন।

শতাব্দী রায় : নব্বইয়ের দশকের টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শতাব্দী রায় তৃণমূল দলের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনী ময়দানে নেমেছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন। শতাব্দী ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬৫০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। এই কেন্দ্রে তাঁর বিপরীতে ছিলেন বিজেপির দেবতনু ভট্টাচার্য।

রচনা ব্যানার্জি : ভারতের লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবার তৃণমূলপ্রার্থী হন ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি। হুগলি আসনে বিজেপি প্রার্থী অর্থাৎ অভিনেত্রী লকেট চ্যাটার্জির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রাথমিক ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন রচনা। ৬৪ হাজার ৯৭২ ভোটে লকেটকে পরাজিত করেছেন তিনি।

মনোজ তিওয়ারি : বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি উত্তর-পূর্ব দিল্লি কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমারকে হারিয়েছেন। মনোজ ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৭৮ ভোটের ব্যবধানে কানহাইয়া কুমারকে হারিয়েছেন।

রবি কৃষাণ : ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী হয়ে এবারের নির্বাচনে লড়েছেন অভিনেতা রবি কৃষাণ। উত্তর প্রদেশের গোরাখপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। ৫ লাখ ৮৫ হাজার ৮৩৪ ভোট পেয়ে প্রাথমিক ফলাফলে বিজয়ী তিনি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজবাদী পার্টির (এসপি) প্রার্থী কাজল নিষাদ পেয়েছেন ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩০৮ ভোট।

দেব : ভারতীয় বাংলা সিনেমার চিত্রনায়ক দীপক অধিকারী দেব। বরাবরের মতো এবারের লোকসভা নির্বাচনেও ঘাটাল আসন থেকে তৃণমূলের টিকিট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন দেব। এ আসনে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন অভিনেতা হিরন্ময় চ্যাটার্জি (হিরণ)। ১ লাখ ২১ হাজার ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন দেব।

কঙ্গনা রাণৌত : বলিউডের বিতর্কিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রাণৌত। প্রথমবার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী হয়ে এবারের নির্বাচনে লড়েন তিনি। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি আসনে প্রাথমিক ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন কঙ্গনা। তার প্রাপ্ত ভোট ৫ লাখ ৩৭ হাজার ২২টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের প্রার্থী বিক্রমাদিত্য সিং পেয়েছেন ৪ লাখ ৬২ হাজার ২৬৭ ভোট। ৭৪ হাজার ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন কঙ্গনা।

সায়ন্তিকা : পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই শেষ হলো বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোট গণনা। সজলকে হারিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ের হাসি হাসলেন তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষকে ৮ হাজার ৮ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন তিনি।

সায়নী ঘোষ : ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। প্রথমবার তৃণমূলের টিকিট পেয়ে যাদবপুর আসনে থেকে লোকসভা নির্বাচনে অংশ নেন তিনি। আর প্রথমবারেই বাজিমাত করেছেন সায়নী। এখন পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ ২৪ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন এই অভিনেত্রী। এ আসনে বিজেপির প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলি।

অরুণ গোভিল : টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা অরুণ গোভিল বিজেপির প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দূরদর্শনের 'রামায়ণ' ধারাবাহিকে তিনি প্রভু রামের চরিত্রে অভিনয় করে সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। আজও যে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে তা লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণিত। অরুণ গোভিল উত্তর প্রদেশের মেরট আসন থেকে জয়ী হয়েছেন।

সুরেশ গোপী : অভিনেতা তথা নেপথ্যকণ্ঠী সুরেশ গোপী কেরালার ত্রিশুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন। তিনি বিজেপির প্রার্থী হয়ে নির্বাচন লড়েছিলেন। সুরেশ কমিউনিস্ট দলের নেতা বি এস সুনীল কুমারকে ৭৫ হাজার ৬৮৬ ভোটে পরাজিত করেছেন।

এছাড়া মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন অভিনেত্রী জুন মালিয়া। তিনি তৃণমূলের টিকিট পেয়েছিলেন। বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পালকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন জুন। এদিকে, হরিয়ানায় কংগ্রেসের প্রার্থী বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা রাজ বব্বর পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া ভোজপুরি তারকা পবন সিংও পরাজিত হয়েছেন।

বাবা হলেন বরুণ ধাওয়ান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান বাবা হয়েছেন। সোমবার (৩ জুন) সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন বরুণের স্ত্রী নাতাশা দালাল। কন্যা ও মা দুজনেই সুস্থ রয়েছেন। ইন্ডিয়া টুডে এ খবর প্রকাশ করেছে।

হাসপাতালে গিয়েছিলেন বরুণের বাবা ডেভিড ধাওয়ান। রাতে বরুণের সঙ্গে হাসপাতাল থেকে বের হন ডেভিড ধাওয়ান। এসময় তাদের ছেঁকে ধরেন পাপারাজ্জিরা। তখন ডেভিড ধাওয়ান জানান, তাদের নাতনি হয়েছে।

এদিকে, বরুণ ধাওয়ান ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বাবা হওয়ার খবর জানিয়েছেন। তাতে এ অভিনেতা লেখেন, 'আমাদের কন্যা সন্তান হয়েছে। কন্যা ও তার মায়ের জন্য প্রার্থনা করবেন।'

একই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন বরুণ-নাতাশা। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। এরপর তা প্রেমের সম্পর্ক গড়ায়। সর্বশেষ ২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারি তাদের সম্পর্ককে চূড়ান্ত পরিণতি দেন এই জুটি।

আবারও ঢাকার মঞ্চ মাতাবেন নচিকেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আট মাস পর ফের ঢাকায় আসছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় শিল্পী নচিকেতা। গত বছরের মতই এবারও তিনি লাইভ কনসার্টে অংশ নেবেন। আগামী ২৬ জুলাই রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে হবে 'নচিকেতা লাইভ ইন ঢাকা ভলিউম টু'।

গানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'আজব কারখানা' আয়োজিত এই কনসার্টে নচিকেতার সঙ্গে গাইবেন বাংলাদেশের জয় শাহরিয়ার। গত বছরও নচিকেতার কনসার্টে গেয়েছিলেন তিনি।

নিজের শিল্পী জীবনের তিন দশক পূর্তিতে গত নভেম্বরেও ঢাকায় লাইভ কনসার্টে অংশ নেন নচিকেতা। সেই আয়োজনও করেছিল 'আজব কারখানা'।

আজব কারখানার কর্ণধার ও গায়ক জয় শাহরিয়ার জানান, সেই কনসার্টের সাফল্যের পর বাংলাদেশের অগণিত ভক্ত-শ্রোতার কথা ভেবে আবার ঢাকায় নচিকেতাকে নিয়ে আসছেন তারা।

জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে কনসার্টের টিকিট পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, আজব কারখানা'র ফেইসবুক পেজে এর সব আপডেট জানানো হবে।

২০১৬ সাল থেকে সংগীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী জয় শাহরিয়ারের সুর ও সংগীতায়োজনে গাইছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় নচিকেতা।

'হয়ত আবার', 'শেষ সময়', 'শান্তি আসুক ফিরে', 'বরিষণ', 'কেউ নেই ভালো' গানগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছে 'আরেকটিবার বাঁচো' গানটি।

বাংলা গানে নচিকেতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে। ১৯৯৩ সালে 'এই বেশ ভালো আছি' অ্যালবাম বের হওয়ার পর কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাতেও তুমুল জনপ্রিয় হন তিনি। এরপর তার আরও ১৮টি একক অ্যালবাম বেরিয়েছে। মিশ্র অ্যালবামও আছে কিছু।

'নীলাঞ্জনা', 'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়', 'অনির্বাণ', 'বৃদ্ধাশ্রম' এর মত তুমুল জনপ্রিয় গান নিয়ে আসা নচিকেতা চলচিচত্রে প্লেব্যাকও করেছেন। মাঝেমধ্যে স্টেজ শোতেও পাওয়া যায় তাকে।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হঠাৎ বৃষ্টি সিনেমায় সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি নিজেও গেয়েছেন। গান করেছেন বলিউডের সিনেমাতেও।

ক্রিকেট ইতিহাসের
যেখানে রোহিত ছাড়া কেউ নেই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রান তাড়ায় ৪টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৩৭ বলে ৫২ রানের ইনিংস। এই ইনিংসের পথে রোহিত শর্মা স্পর্শ করেছেন বেশ কয়েকটি মাইলফলক। একটিতে তার নাম উঠে গেছে ক্রিকেট ইতিহাসের এমন এক পাতায়, যেখানে তিনি ছাড়া নেই আর কেউ।

নিউ ইয়র্কে ০৫ জুন আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করে ভারত। নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ফিফটি করার পরপরই মাঠ ছেড়ে যান রোহিত। ব্যাটিংয়ের সময় কাঁধে আঘাত লেগেছিল তার।

এদিন প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৬০০ ছক্কার মাইলফলক ছুঁয়েছেন তিনি। ৪৯৯ ইনিংসে তার ছক্কা এখন ঠিক ৬০০টি। ৫৫১ ইনিংসে ৫৫৩ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিস গেইল।

তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৪ হাজার রান পূর্ণ করেছেন রোহিত। ১৪৪ ইনিংসে তার রান এখন ৪ হাজার ২৬। ১১০ ইনিংসে ৪ হাজার ৩৮ রান নিয়ে চূড়ায় আছেন তার সতীর্থ ভিবিরাট কোহলি। ১১২ ইনিংসে ৪ হাজার ২৩ রান নিয়ে তিনে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক হাজার রানও পূর্ণ হয়েছে রোহিতের। এখানেও তিনি তৃতীয়। ২৬ ইনিংসে ১ হাজার ১৪২ রান নিয়ে এই তালিকাতেও সবার ওপরে কোহলি। ৩১ ইনিংসে ১ হাজার ১৬ রান নিয়ে দুইয়ে আছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ব্যাটসম্যান মাহেলা জয়াবর্ধনে। ৩৭ ইনিংসে রোহিতের রান ১ হাজার ১৫।

তিন সংস্করণেই অন্তত ৪ হাজার রান করা দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হলেন ৩৭ বছর বয়সী রোহিত। প্রথমজন আরেক ভারতীয় বিরাট কোহলি।

ম্যাকমুলানের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে দাপুটে জয় স্কটল্যান্ডের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিলাল খানের শর্ট বল সজোরে পুল করে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে ম্যাচের ইতি টেনে দিলেন ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলান। তরুণ এই ব্যাটসম্যানের খুনে ব্যাটিংয়ে দেড়শ ছাড়ানো লক্ষ্য স্কটল্যান্ড ছুঁয়ে ফেলল চতুর্দশ ওভারের শুরুতেই। ওমানকে অনায়াসে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চূড়ায় উঠে গেল স্কটিশরা। উজ্জ্বল করল সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'বি' গ্রুপের ম্যাচে স্কটল্যান্ডের জয় ৭ উইকেটে। ১৫১ রানের লক্ষ্য ৪১ বল বাকি থাকতে পেরিয়ে যায় তারা। মাত্র ৩১ বলে ৯ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৬১ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা ম্যাকমুলান।

অ্যান্টিগার স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে রবিবার (০৯ জুন) টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে ওমান। তাদের প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের মধ্যে প্রাতিক ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছু করতে পারেননি আর কেউ। ইনিংস শুরু করে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রাতিক আউট হন ৫৪ রান করে। তার ৪০ বলের ইনিংস গড়া ৫ চার ও ২ ছক্কায়। ছয় নম্বরে নামা আয়ান খানের ৩৯ বলে অপরাজিত ৪১ রানের ইনিংসের সুবাদে দেড়শ ছুঁতে পারে ওমান। স্কটল্যান্ডের হয়ে ছয়জন হাত ঘুরিয়ে পাঁচজন পান একটি করে উইকেট।

রান তাড়ায় তৃতীয় ওভারে মাইকেল জোন্সকে হারায় স্কটল্যান্ড। তবে দ্বিতীয় উইকেটে জর্জ মানজি ও ম্যাকমুলান ২৯ বলে ৬৫ রানের বিস্ফোরক জুটিতে জয়ের পথে এগিয়ে নেন দলকে। ২০ বলে ৪ ছক্কা ও ২ চারে ৪১ রান করে ফেরেন মানজি। চারে নেমে অধিনায়ক রিচি বেরিংটন একটি করে চার ও ছক্কা মেরে আউট হয়ে যান। ম্যাথু ক্রসকে নিয়ে বাকিটা সারেন ম্যাকমুলান।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর নামিবিয়াকে ৫ উইকেটে হারায় স্কটল্যান্ড। তিন ম্যাচে দুই জয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে আছে তারা। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট নামিবিয়া তিনে, ১ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ড চারে আছে। প্রথম তিন ম্যাচের সবগুলো হেরে তলানিতে ওমান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ওমান: ২০ ওভারে ১৫০/৭ (প্রাতিক ৫৪, নাসিম ১০, আকিব ১৬, জিশান ৩, খালিদ ৫, আয়ান ৪১*, মেহরান ১৩, রাফিউল্লাহ ০, শাকিল ৩*; ওয়াট ৪-০-২৫-১, হুয়াইল ৪-০-১৯-১, সোলে ৪-০-৪১-১, শারিফ ৪-০-৪০-২, লিস্ক ৩-০-২১-০, গ্রিভস ১-০-২-১)

স্কটল্যান্ড: ১৩.১ ওভারে ১৫৩/৩ (মানজি ৪১, জোন্স ১৬, ম্যাকমুলান ৬১*, বেরিংটন ১৩, ক্রস ১৫*; বিলাল ২.১-০-১২-১, শাকিল ২-০-২৩-০, কালিমউল্লাহ ২-০-১৭-০, আকিব ৩-০-৪১-১, মেহরান ১-০-১৬-১, জিশান ২-০-২২-০, আয়ান ১-০-২০-০)

ফল: স্কটল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলান

পিএসজি বাদ দিতে চেয়েছিল,
এনরিকে বাঁচিয়েছেন: এমবাপ্পে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তির ঘোষণা দেওয়ার পরই বোমা ফাঁটিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। গত জানুয়ারিতে ফ্রান্সম্যান তার সদ্য সাবেক ক্লাব পিএসজি'কে বলে দেন চুক্তি নবায়ন করবেন না তিনি। ফ্রি এজেন্টে মৌসুম শেষে ক্লাব ছাড়বেন। তিনি যে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেবেন তা অজানা ছিল না পিএসজি বোর্ডের। তখন পিএসজি কর্তৃপক্ষ তাকে হুমকি দিয়েছিল। মুখের ওপর খুব চড়াও ভাবে বলেছিল, 'যদি অন্য ক্লাবে যাও মৌসুমের বাকি সময়টা তোমাকে খেলানো হবে না।' ওই যাত্রায় তাকে পিএসজির স্প্যানিশ কোচ লুইস এনরিকে ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর লুইস কাম্পোস বাঁচিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পিএসজি'তে অসুখী ছিলেন না বলে দাবি করেছেন বিশ্বকাপ জয়ী ২৫ বছর বয়সী তারকা এমবাপ্পে। তবে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে খুব একটা ভালোও ছিলেন না তিনি। পিএসজি ছেড়ে স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ায় এখন 'হাঁফ ছেড়ে বাঁচার অনুভূতি' হচ্ছে তার। লুক্সেমবার্গে ইউরোর প্রি ক্যাম্পে এমবাপ্পে বলেন, 'আপনারা এরই মধ্যে শুনেছেন, আমি রিয়াল মাদ্রিদে যাচ্ছি। এটা এখন আনুষ্ঠানিক। গত পাঁচ বছর ধরেই আমি এই চেষ্টায় ছিলাম। স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বেশ নির্ভার লাগছে, গর্বিতও। পিএসজি বোর্ড আমার মুখের ওপর চড়াভাবে অনেক কিছু বলেছে, অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করেছে। কোচ ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর না থাকলে আমি হয়তো মাঠে ফিরতে পারতাম না।'

তিনি আরও বলেন, 'পিএসজিতে আমি অসুখী ছিলাম না, এটা বললে ভুল হবে। কিছু কিছু বিষয় আমাকে অসুখী করেছে। কিন্তু সব কিছু দেখানো যায় না। কারণ আমি দলের একজন নেতা। হতাশ কাউকে অনুসরণও করা চলে না। এসব মেনে নিয়ে আরও এক বছর সেখানে থাকতে পারতাম না। আমার ওপর অনেক চাপ ছিল। ফুটবল খেলার জন্য অনেক টাকা পাই আমি। অথচ কারখানার শ্রমিক বেতন পায় সামান্য। যা আমার কাছে অযৌক্তিক লাগে।'

অ্যাতলেটিকোর নজরে
আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী তরুণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কিছুদিন পূর্বেই নিজেদের ১৫তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতেছে স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। আর এই সেলিব্রেশনের পর পরই ফ্রেঞ্চ সেনসেশন কিলিয়ান এমবাপেকে দলে ভিড়িয়েছে রিয়াল। আগামী মৌসুমে রদ্রিগো গোজ আর ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে জুটি গড়বেন তিনি। সঙ্গে থাকবেন ফেদে ভালভার্দে, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, অরেলিন চুয়ামেনি এবং জ্যুড বেলিংহ্যামের মতো তারকারা। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় নতুন যুগের 'গ্যালাক্টিকো' তৈরি করছে রিয়াল।

তবে নগর প্রতিপক্ষ যখন তারার হাট বসিয়েছে, তখন অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদই বা পিছিয়ে থাকবে কেন! দলে তারা আনতে চাইছে পরীক্ষিত তারকাকে। আর সেই লক্ষ্যে অ্যাতলেটিকোর প্রথম পছন্দ আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা হুলিয়ান আল্ভারেজ। স্প্যানিশ জনপ্রিয় দৈনিক মার্কার সূত্রে আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, তরুণ এই স্ট্রাইকারকে দলে পেতে রীতিমত মরিয়া হয়ে আছে অ্যাতলেটিকো কর্তৃপক্ষ। ম্যানচেস্টার সিটিতে আর্লিং হালান্ডের কারণে পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছেন না আলভারেজ। এটিকেই মূল যুক্তি হিসেবে ধরে নিয়েছেন ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা। মাদ্রিদের ক্লাবটি বিশ্বাস করে হুলিয়ান আলভারেজকে সরাসরি কিনে কিংবা ধারে দলে আনতে সক্ষম হবে তারা। যদিও কাজটি কঠিন হবে বলেই বিশ্বাস করছে তারা। তবে অ্যাতলেটিকোর আর্জেন্টাইন তিন তারকা রদ্রিগো ডি পল, নাহুয়েল মলিনা কিংবা অ্যানহেল কোরেয়া, হুলিয়ান আলভারেজকে দলে আসতে সাহায্য করবেন বলেই ধারণা তাদের। আসন্ন কোপা আমেরিকার দলে আলভারেজের সঙ্গে ডি পল এবং মলিনার খেলা প্রায় নিশ্চিত। তাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার ফলে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে আলভারেজের চুক্তি অনেকটাই সহজ হয়ে আসতে পারে বলেই বিশ্বাস করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে হুলিয়ান আলভারেজের। টিওয়াইসির দেয়া তথ্যমতে, ম্যানসিটি এখন পর্যন্ত আলভারেজকে কেনার পুরো টাকা তার আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভারপ্লেটকে পরিশোধ করেনি। এখন পর্যন্ত ১৭ মিলিয়ন ইউরো বাকি রয়েছে। এরইমাঝে সিটি যদি আলভারেজকে কোথাও বিক্রি করে, সেক্ষেত্রে রিভারপ্লেট ট্রান্সফারের তিন শতাংশ অর্থ বোনাস হিসেবে পাবে।

ট্রান্সফারমার্কেটের তথ্য অনুযায়ী, দলবদলের বাজারে আলভারেজের দাম হতে পারে ৯০ মিলিয়ন ইউরো। আর ম্যানসিটির সঙ্গে চুক্তি বাতিলে দরকার হবে ৫০ মিলিয়ন।

নিজের স্ট্রাইক রেট
নিয়ে মুখ খুললেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেলেও এখনও মাঠের লড়াইয়ে নামেনি পাকিস্তান। তার আগেই অবশ্য সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে দলটিকে। বিশেষ করে দলের সবচেয়ে বড় তারকা বাবর আজমের স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন সমর্থকরা। তাকে কেউ কেউ 'স্বার্থপর' বা 'নিজের জন্য খেলেন' এমন কথাও শুনতে হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের অধিনায়ক বলছেন, নেতৃত্ব পাওয়ার পর থেকে নিজের কথা ভাবেন না তিনি। বিশ্বকাপ উপলক্ষে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অনেকে বলে- আমি নিজের জন্য খেলি। আসলে নিজের জন্য খেললে সবকিছু অন্যরকম হতো। আমার চিন্তায় থাকে দলের চাহিদার কথা। হ্যাঁ, কখনো কখনো আমার সেই চিন্তা ভুল হয়। আমি তা মেনেও নিই। কোনো ওভারে হয়তো আরও ভালো করতে পারতাম, কোনো ওভারে হয়তো ধীরগতিতে খেলেছি- এসব নিয়ে নিজেরই ভাবা দরকার।'

স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, 'কখনো হয়তো এমন হলো- যে মাঠে থাকা অবস্থায় অপরপ্রান্তের দুইজন আউট হয়ে গেলেন। তখন দলকে এগিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে হয়। অনেক সময় যখন রানরেট কমে আসে, তা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। আমি যেদিন থেকে অধিনায়ক হয়েছি, সেদিন থেকেই আমার নিজের লক্ষ্য পেছনে রেখে এসেছি।'

সহজ ম্যাচটাকে কঠিন করে
ভারতের বিপক্ষে হারল পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৯তম ম্যাচে ১২০ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে ভারতের কাছে ৬ রানে হেরেছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের বোলারদের কাছে ভারতীয় ব্যাটাররা নাস্তানাবুদ হওয়ার পর (১১৯ রানে ১৯ ওভারে অলআউট হয়েছিল ভারত) অনেকেই ভেবেছিলেন পাকিস্তান সহজ জয় তুলে নেবে।

তবে বাবর আজমদের সহজ কাজটা করতে দেননি যশপ্রীত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ আর হার্দিক পান্ডিয়ারা। তাদের তোপে পাকিস্তান নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে তুলতে পেরেছে ১১৩ রান। ৬ রানে হার নিয়ে বিশ্বকাপের পরের রাউন্ডে যাওয়ার স্বপ্নই ফিকে হয়ে আসছে বাবরদের।

প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সুপার ওভারের নাটকীয়তায় হারে বাবররা। টানা দুই জয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে অনেকখানি পা বাড়িয়ে রাখলো ভারত।

পাকিস্তানের কূল ডোবানোর দিনে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ তিন উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। চার ওভার বল করে এই পেসার দিয়েছেন মাত্র ১৫ রান।

পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ৪৪ বলে ৩১ রান করেন তিনি। পাকিস্তানের আর কোনো ব্যাটারই ২০ রানের ঘর পেরোতে পারেনি।

নাপোলির কোচের দায়িত্ব নিলেন কন্তে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ বিরতির পর এবার নাপোলির দায়িত্ব নিয়ে কোচিংয়ে ফিরলেন আন্তোনিও কন্তে। গেল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি ছিলেন কোচিংয়ের বাইরে। ৫৪ বছর বয়সী কন্তের সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি করেছে ক্লাবটি। বুধবার (৫ জুন) এক বিবৃতিতে খবরটি জানিয়েছে ইতালীর শীর্ষ লিগ সেরি আর এই ক্লাবটি।

২০২২-২৩ মৌসুমের শেষ দিকে টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে বরখাস্ত হন কন্তে। ২০২৩ সালের মার্চের পর থেকে কোচিং পেশার বাইরে অভিজ্ঞ এই ইতালিয়ান কোচ। দীর্ঘ বিরতির পর ফিরলেন স্বদেশের ক্লাবের দায়িত্ব নিয়ে। গত মৌসুমটা একদমই ভালো কাটেনি নাপোলির। সেরি আর শিরোপা ধরে রাখার লড়াই করা তো দূরের কথা, শীর্ষ চারেই নেই তারা। ৩৮ ম্যাচে জিততে পেরেছে কেবল ১৩টি। সঙ্গে ১১ ড্রয়ে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে হয়েছে দশম।

নাপোলিকে পরের মৌসুমে আরও ভালো অবস্থানে রাখার অঙ্গীকার করেছেন কন্তে, ;আমি একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, দল ও ক্লাবের উন্নতির জন্য আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।' ইন্টার মিলান ও ইউভেন্তুসের হয়ে চারটি সেরি আ শিরোপা জিতেছেন কন্তে। এছাড়া চেলসিকে জিতিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা। অভিজ্ঞ লুসিয়ানো স্পাল্লেত্তি নাপোলি ছেড়ে ইতালির দায়িত্ব নেওয়ার পর গত মৌসুমে তিন জন কোচের কোচিংয়ে খেলেছে নাপোলি। স্পাল্লেত্তির স্থলাভিষিক্ত হয়ে চার মাস পরই চাকরি হারান রুদি গার্সিয়া। এরপর নাপোলির সাবেক কোচ ভালেতর মাজ্জারিকে আবারও দায়িত্বে ফেরায় ক্লাবটি। কিন্তু তাতেও পারফরম্যান্সে উন্নতি না হওয়ায় তিন মাস পর বিদায় নিতে হয়ে তাকেও। পরে অস্থায়ীভাবে মৌসুমের বাকি অংশে দলটির দায়িত্ব পালন করেন ফ্রান্সেসকো কালসোনা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR